শুষ্ক প্রবাসে স্নেহ-মায়ায় ঘেরা একটি অনণ্য দ্বিপ্রহর

কর্নফুলী প্রতিবেদন

সিডনীর দক্ষিন-পশ্চিমাঞ্চলে বাংলাদেশী অধ্যুষিত আবাসিক এলাকা মিন্টো'র বাসিন্দা প্রবাসী সমাজসেবক জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ ও জনাবা পারভীন আক্তার তাদের একমাত্র কন্যার বিবাহত্তোর অনুষ্টানটি আজ রবিবার [৯ই আগষ্ট ২০০৯] বেশ আড়ম্বরের সাথে উদযাপন করেন। মিন্টোস্থ ইক্রা স্কুল/কলেজ এর বিশাল অডিটোরিয়ামে উক্ত অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়। কামাল দম্পতির দু সন্তান, পুত্র হাসান মাহমুদ (পিয়াল) এবং কন্যা নাহিদ কামাল (লুনা)। দীর্ঘদিন ধরে তিনি স্বপরিবারে সিডনীতে বসবাস করছেন। আর সকল প্রবাসী মা-বাবার মত কামাল দম্পতিরো স্বপ্ন ছিল তাদের একমাত্র মেয়েটিকে নিজেদের পছন্দমত সুপাত্রে পাত্রস্থ করবেন। আপাতদৃষ্টে তাদের স্বপন পুরন হয়েছে বলে মনে হয়। চলতি বছরের গোড়ার দিকে চট্টগ্রামবাসী উক্ত কামাল দম্পতি সপরিবারে বাংলাদেশে বেড়াতে গিয়ে মেয়ের জন্যে তাদের মনের মত বর পেয়ে যান এবং পারিবারিকভাবে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা শেষে লুনাকে সেখানেই বিয়ে দেন। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষিত পাত্র সিরাজুল মোস্তফা (মুক্তা) চট্টগ্রামের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। গত কয়েকমাস আগে নুতন দেশে নুতন সংসার গড়তে আসে মুক্তা। সুদর্শন ও চৌকষ মুক্তাকে যেকারো চোখে পড়বে। বয়োঃসন্ধি'র পর থেকে যেকোন জননী তার প্রানপ্রিয় কন্যাটির জন্যে এমন একটি পাত্র পেতে নির্দ্বিধায় বহু রজনী অনিদ্রায় কাটিয়ে দেবেন। লুনার পাশে মুক্তা আর মুক্তার পাশে লুনা দিব্যি লাগছিলো সেদিন। বয়সের ব্যবধানে ওরা বড়ই মানানসই, অনেকটা রাজ-জোটক। বিবাহত্তোর অনুষ্ঠানে আগত সকল অতিথি একবাক্যে সেদিন বলেছিলেন, "সদালাপী কামাল সাহেব বড় ভাগ্যবান, সিডনীতে আজকাল এমন ভাগ্যবান পিতার বড়ই অভাব। যেমনটি চায় অনেকে তাদের সন্তানদের কাছ থেকে কিন্তু ঠিক তেমনটি পায়না। পশ্চিমা সাংস্কৃতিতে 'ফ্রিডমে'র নামে অসহায় পিতামাতাদের উপর চলে অমানবিক নির্যাতন। কত রজনী নির্ঘুমে কাটাচ্ছেন সুখের সন্ধানে ছুটে আসা কত হতভাগা পিতামাতা। 'দুর্ভিক্ষ-চরিত্র'এর এমন একটি দেশে মোবাইল, ইন্টারনেট, ইমেইল, এম.এস.এন ও ফেসবুকের মত বখে যাওয়া প্রযুক্তির দাপটে প্রবাসী পিতামাতারা আজ বড়ই অসহায়। যার ফলে বৃদ্ধ বয়সে ঠাকুর ঘরে পুজা দেয়া অথবা তছবীহ্‌র 'দানা' টেপা-টেপি ছাড়া এসকল অভাগা পিতামাতাদের আর কোন উপায় থাকেনা।"

অডিটোরিয়াম হলের মঞ্চে নবদম্পতি মুক্তা ও লুনা

কোন একটি বিশেষ কারনে প্রবাসে বাংলাদেশীরা প্রায় সকলেই সাধারণত রবিবার রাতেই তাদের সকল অনুষ্ঠানাদী উদযাপন করে থাকেন। পরদিন সোমবার অন্যান্যদের জন্যে পূর্ন-কর্মদিবস শুরু সে বিষয়ে নেমন্তনদাতারা ঘুনাক্ষরেও তোয়াক্কা করেননা। কিন্তু এক্ষেত্রে কামাল দম্পতি ছিলেন ব্যতিক্রম। তাদের পরিকল্পনা, আপ্যায়ন ও আতিথিয়তায় আন্তরিকতার কোন অভাব ছিলনা। সকলের সুবিধার কথা

বিবেচনা করে রবিবার দুপুরেই তারা উক্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। ইক্রা কলেজের বিশাল অডিটোরিয়ামের একপাশে ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রামের প্রথানুযায়ী বরকনের জন্যে দরবারী আসন পাতা হয়েছিল। ঠিক তার ডান পাশের দেয়ালের উপর আবহসঙ্গিতের তালে তালে প্রজেক্টরের মাধ্যমে দেশে তোলা মুক্তা-লুনার বিয়ের ছবিগুলো আগত অতিথিদের জন্যে মেলে ধরা হয়। বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত মুল বিয়েতে যোগদিতে না পারার অভাবটি কারো তখন মনে পড়েনি। অঢেল খাওয়া ও সুস্বাদু মিষ্টান্ন পরিবেশনায় অনেকের মনে হয়েছিল এই বুঝি বিয়ে হচ্ছেক্ষন। পুরো অডিটোরিয়াম ঘিরে টেবিল পাতানো হয়েছিল অতিথিদের জন্যে। মুল খাওয়া পরিবেশনার আগে টেবিলে মুখরোচক নাট্স, ললী ও কোমল পানীয় ছিল। হলের একপাশে বিশাল লম্বা টেবিলে বিছানো প্লেটগুলো নিয়ে প্রতিটি অতিথীর সামনে হাসিমুখে পৌঁছে দিয়েছেন অনুষ্ঠানের সেবকরা। প্রথাগত সুস্বাদু খাদ্য তালিকার বাইরেও বাড়তি কিছু আয়োজন ছিল অনুষ্ঠানে। খাওয়ার আগে ও পরে হাত পরিষ্কার করা ছাড়া কোন অতিথিকে তাদের টেবিল ছেড়ে উঠতে হয়নি। কয়েকজন অতিথি উচ্ছাসভরে বলেন "বাহ্, এমনটি সাধারনত সিডনীতে হয়না। এত সুশৃঙ্খল বিয়ে বা বিবাহত্তোর অনুষ্ঠানতো সাধারনত বাংলাদেশীরা প্রবাসে করতে পারেনা।" কামাল দম্পতির কন্যার বিবাহত্তোর অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের মন্তব্য একদম উড়িয়ে দেয়ার মত নয়। কারণ অতিতে সিডনীতে অনুষ্ঠিত হাতেগোনা দুএকটি ছাড়া প্রায় সকল বাংলাদেশীদের বিবাহ অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথিদেরকে মঙ্গাপিড়ীত লঙ্গরখানায় কাঙ্গালের মত লাইন ধরে খাওয়া নিতে দেখা গেছে। কচুপাতার মত টলমল ও হালকা-পাতল 'পেলাষ্টিকের বাসন' হাতে ঐ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা অতিথিগুলোর দিকে তাকালে বড় দুঃখ হয়। মনে হয় 'হাভাতে বাঙ্গালির নাভাতে চলে না'। পাশ্চাত্য সভ্যতার শীর্ষ পরিবেশে বসবাস করেও তখন বানভাসা দুঃস্থ বাঙালীদের চিত্রটি বারবার চোখে ভেসে উঠে আর বুক ফেটে কান্না আসে। অতিথিকে টেবিলে বসিয়ে (টেবিল সার্ভিস) সম্মানের সাথে খাইয়েছেন কামাল সাহেবের মত এমন দু' একজন প্রবাসী বাংলাদেশী সিডনীতে পাওয়া বড়ই দুষ্কর। সুন্দর কার্ড ছাপিয়ে, কার্ডের সাথে বুখারী শরীফ অথবা কোরান শরীফের বানীর মত "বহনযোগ্য উপহার আনিবেন না, কিন্তু ক্যাশ আনিতে ভুলিবেন না" পবিত্র বাক্য সংযোজন করে অনেক হতদরিদ্র বাংলাদেশী তাদের সন্তানদের বিয়ের অনুষ্ঠান পালন করেছেন সিডনীতে।

বন্ধু নয় ওরা, মা ও ছেলে। ডঃ মমতা চৌঃ তার মমতা মাখা হৃদয়ে হয়তবা ছেলেকে বলছেন 'এমনটি স্বপ্ন আমিও তোমার জন্যে দেখি।'

লঙ্গরখানার লাইন তার উপরে আবার 'ক্যাশ' এই হাহাকার সিডনীর বাংলাদেশীদের মাঝে দেখা যায় অহরহ। দু'শ আসন বিশিষ্ট হলে পাঁচশ লোক ডেকে এনে একমাত্র ছেলের বিবাহত্তোর অনুষ্ঠানের নামে বছর কয়েক আগে সিডনীর একটি বিশ্ববিদ্যালয় আঙ্গিনায় একবার গরুরহাঁট বসিয়েছিলেন তথাকথিত 'এ্যাওয়ার্ড' প্রাপ্ত ও প্রচারমুখী ডক্টরেটধারী একজন বাচাল ও ফাজিল ব্যাক্তি।

প্রবাসে দরীদ্র বাংলাদেশীদের সেই অনুষ্ঠানগুলোর বিভীষিকাময় স্মৃতিগুলোকে আংশিকভাবে হলেও ভুলিয়ে দিয়েছেন কামাল দম্পতি তার কন্যার বিবাহত্তোর অনুষ্ঠানে সেদিন রবিবার দুপুরে। খোলামেলা অডিটোরিয়ামে আগত প্রায় তিনশত অতিথির কাছে তারা শুধুমাত্র তাদের কন্যার দাম্পত্যজীবনের সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করেছেন। আপ্যায়নে চট্টগ্রামবাসীদের উদার ও আন্তারিকতা পুনরায় প্রমান করলেন কামাল দম্পতি। শুষ্ক প্রবাসে স্নেহ মায়ায় ঘেরা এমন একটি অনন্য দ্বিপ্রহর মেলেনা সহজে আর তাই আগত সকল অতিথির হৃদয়ে এই সুন্দর মিলনমেলার দিন ও ক্ষনটির স্মৃতি গেঁথে থাকবে অ-নে-ক দিন।

অতিথি তদারকিতে সদাব্যস্ত কনের মাতা পারভীন আক্তার (বামে)